বাদল পিকচার্সের

নিবেদন

ভাঙাগড়া

পরিচালনা

সুশীল মজুমদার

বাদল পিকচার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "বিজিতা" অবলম্বনে

ভাঙা গড়া

প্রযোজনা ঃ **রাখাল চন্দ্র সাহা**

সংলাপ ঃ	গীত রচনা ঃ	চিত্র শিল্প ঃ
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	চারু মুখার্জ্জী	অনিল গুপ্ত
শব্দযন্ত্র ঃ	সম্পাদনা ঃ	শিল্প নির্দ্দেশনা ঃ
পরিতোষ বোস	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন সেন	৺তারক বোস
পট শিল্পী ঃ	রসায়ণ ঃ	রূপসজ্জা ঃ
অমিতাভ বর্দ্ধন	জগবন্ধু বসু	সুধীর দত্ত
আলোক সম্পাত ঃ	স্থির চিত্র ঃ	পরিচয় লিখন ঃ
বিমল দাস	শিল্প মন্দির	শচীন ভট্টাচার্য্য
আবহ সঙ্গীত ঃ	প্রধান কর্ম্মসচিব ঃ	মৃৎশিল্পী ঃ
এইচ, এম, ভি, অর্কেষ্ট্রা	পীযূষ ভৌমিক	গোবিন্দ ঘোষ

প্রচার সচিব ঃ ধীরেন মল্লিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ নন্দী ব্রাদার্স

ব্যবস্থাপনা ঃ হারু মজুমদার, রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ সাহা, মণীন্দ্র রায়

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য

সুশীল মজুমদার

সঙ্গীত ঃ **গোপেন মল্লিক**

—সহকারিবৃন্দ—

চিত্রশিল্প—	চিত্রনাট্য—	সঙ্গীত—
জ্যোতিঃ, প্রসূন, ভবতোষ	মনোজ ভট্টাচার্য্য	জানকী দত্ত ও তপন দে
সম্পাদনা—	শিল্প নির্দ্দেশনা—	রসায়ণ—
সৌরেন গুপ্ত	বিশ্বনাথ	প্রফুল্ল, দুর্গা
রূপসজ্জা—	আলোক সম্পাত—	শব্দযন্ত্র—
সুরেশ, সন্তোষ, শঙ্কর	অমূল্য, নরেশ, হরিসিং, নিরঞ্জন	সোমেন, অমর

পরিচালনা ঃ ননী মজুমদার, সুশীল বিশ্বাস, আশীষ কুমার।

ইষ্টার্ন টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ-শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

হাউসটোন অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত

পরিবেশক ঃ জি, আর, পিকচার্স

১২৭-বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—১৪

December
1954

অরুণ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

কাহিনী

ভাঙা আর গড়া! এই নিয়েই সৃষ্টি!

আজিকার জন কোলাহল মুখরিত নগরী কাল যেমন সমুদ্রের অতল তলে বিলীন হ'তে পারে—তেমনি অন্যদিকে সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ লোপ পেয়ে দেখা দিতে পারে শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী। সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই এই ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। এই ভাঙাগড়াতেই নাকি সৃষ্টির আনন্দ!

এই ভাঙাগড়ার খেলা শুধু প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—মানুষের জীবনেও এর লীলা প্রতিফলিত হয়। মনিষীরা বলেন—এই নিয়েই তো সংসার! গভীর অমানিসা রাত্রির পর প্রভাত সূর্য্যের যেমন আবির্ভাব ঘটে তেমনি প্রখর দিবা অবসান হয় গাঢ় অমানিসায়। সুখ সাচ্ছন্দ্যের পর

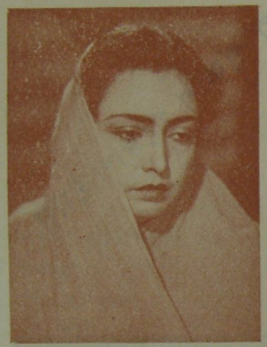

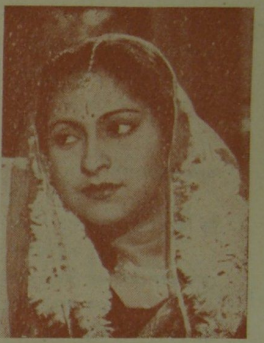

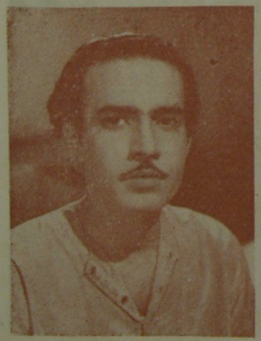

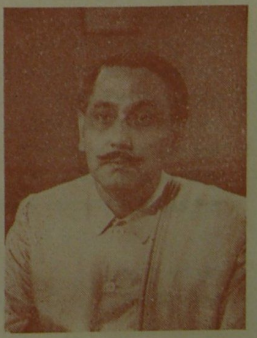

দারিদ্রতা আগমন কিছু আকস্মিক নয়! তেমনি সংসারে আসে সুখ আর দুঃখ। যেন এরা দু'টি যমজ ভাই। যে উভয়কে আহ্বান জানাতে পারবে সেই তো প্রকৃত মানুষ!

যোগীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ষোল কি সতের তখন তার পিতৃবিয়োগ ঘটল। বিধবা পিসিমা আর ছোট ছোট তিনটি ভাই নৃপেন, রমেন ও শৈলেনকে নিয়ে যোগীন্দ্রনাথ রীতিমত দিশেহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু তার মনোবল এত প্রখর যে এততেও সে একটুও মুষড়ে পড়ল না। নিজ একনিষ্ঠা ও অসীম ধৈর্য্যের বলে যোগীন্দ্রনাথ অল্প মূলধনে ব্যবসা সুরু করল। ধীরে ধীরে ব্যবসা তার বড় হ'ল। একদিন যে যোগীন্দ্রনাথ মাথায় করে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কম্বল ফেরী করতো—আজ তার কলকাতা ও বোম্বেতে বিরাট কারবার চলতে সুরু করেছে। আজ যোগীন্দ্রনাথের সংসারে কোন দুঃখ বা কষ্ট নেই। ভাইরাও সব উপযুক্ত হয়েছে। কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ বা কলেজের মেধাবী ছাত্র। প্রথম পক্ষের স্ত্রী শিশু পুত্র রেখে অসময়ে মারা যান। তাই যোগীন্দ্রনাথ আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় পক্ষীয়া স্ত্রী সুষমা কল্যাণময়ীরূপে সংসারে এলো। সকলকে সে আপন করে নিল। যোগীন্দ্রনাথ বিয়ের আগে ভয় করেছিল তাদের এই সোনার সংসার যদিবা তার বিয়ে করায় ভেঙে যায়? কিন্তু তা হ'লনা। সংসারে আজ তাদের সর্ব্বত্র শ্রী ও কল্যাণ বিরাজ করছে।

এই কল্যাণ ও শান্তি কি চিরদিন থাকবে—?

না আচম্বিতে আর আর সংসারের মত আবার এদের মধ্যেও দেখা দেবে অশান্তির আগুন! যোগীন্দ্রনাথের এই সোনার সংসারে কি কোন দিন দেখা দিবে কেবল চোখের জল?

যোগীন্দ্রনাথ এত পরিশ্রম করে যে সুখের সংসার নিজ হাতে গড়ে তা কি কোনও দিন ভাঙবে? যদি সত্যি সে একদিন ভাঙে তবে তার রূপ তখন কেমন ভয়ঙ্কর হবে? এরই জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দ্দা।

রূপায়ণে

—স্ত্রী চরিত্রে—

সন্ধ্যারাণী, আরতি মজুমদার, ছায়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রেখা মল্লিক, রাজলক্ষ্মী, আশা দেবী, শান্তা, ধীরা, ইলা, মনোরমা।

—পুরুষ চরিত্রে—

ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, বীরেন চট্টোঃ, রবীন মজুমদার, নির্ম্মলকুমার, নৃপতি, ভানু বন্দ্যোঃ, বেচু, তারা কুমার, ধীরেশ, প্রীতি মজুমদার, ঋষি, অশোক, মাঃ অলোক, মাঃ সুপ্রিয়, ননী, গোপী, পীযূষ, হারু, রঞ্জিৎ।

গান

(১)

আমি এমনি খেলা পেলে সারাটি বেলা
সব ভুলতে পারি,
কি ক্ষিধে তেষ্টা ভুলে যাই শেষটা
চড়ে বাইসিকেল গাড়ি।
মোর রক্তে মেশা এই খেলার নেশা
নেয় সময় কাড়ি,
যায় কেমন করে ঘড়ির কাঁটা সরে
সে যে বুঝতে নারি॥
সব ভাবনা ফেলে মন ডানাটি মেলে
দেয় যখন পাড়ি,
মনে পড়ে না তো আর এ ঘর সংসার
ভুলে যাই যে বাড়ী।
সেই সাগর তীরে যেথা পরীরা ফিরে
নেয় পরাণ কাড়ি,
তাই বাইকে চ'ড়ে হায় গেলেও পড়ে
দোখ স্বপনতার॥

(২)

নিধিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান,
বই খাতা ফেলে রেখে দাও পড়ান,
দিন রাত পড়ে পড়ে ভাঙ্গবে পা হাত,
শেষকালে এক দিন হবে বুপোকাৎ ;—
তাই সময় থাকতে বাপু হও সাবধান॥
মন দিয়ে শোন যদি ন্যাহ কর হেলা,
তা'হলে আরো কিছু বলি এই বেলা।
লেখা পড়া করে যে মরে সে দুঃখে,
খেলা ধুলা করে যে সেই থাকে সুখে ;—
তাই সময় থাকতে বাপু হও সাবধান॥
মনে করে বল দেখ কোথা এই ভবে,
লেখা পড়া শিখে রাজা হয়েছে কে কবে।
দিয়ে গেছে শুধু তারা ভস্মেতে ঘি,
তুমিই বল না দাদা ঠিক নয় কি!
তাই সময় থাকতে বাপু হও সাবধান॥

(৩)

আমাদের ছোড়দা,
মনটা বড়ই সাদা ;

অন্তরে নাই কোন গোল—
শুধু মুখে আছে বড় বড় বোল।
হ্যান্ করবো ত্যান্ করবো মারবো দুটো হাতি,
ভাগ্যটারে ফিরিয়ে নেব দেখো রাতারাতি।
লেখাপড়া করেছে সে ঢের,
কিন্তু গ্রহের ফের
হ'লো না কিছু ছাই,
দাদা আমার তাই
ছেড়ে লেখাপড়া—
এবার সুরু করেছে মাছ ধরা।
বাজিয়ে ঢাক্ ঢোল,
তার অন্তরে নাই কোন গোল॥
কিন্তু বরাত খারাপ যার,
ইচ্ছা পুরণ হয় কি কভু তার?
খেয়ে দাদার চার—
মাছের দেখা নাইকো আর।
তারা প'ড়েছে সব স'রে— ;
তবু দাদা আছে ধৈর্য ধরে (হায়রে),
দাদার মনে ভীষণ রোখ,
যেমন করেই হোক্—
সে তুলবে গোটা দুই,
বড় বড় কাৎলা কিম্বা রুই।
তাই যেমনই দিল টান—
ও বাবা, কেঁপে ওঠে প্রাণ।
ও মা, উঠে এল ব্যাঙ—
বঁড়শীতে হায় বাধিয়ে দিয়ে ঠ্যাঙ।
এবার দাদার মাথায় ঢালো ঘোল
শুধু মুখেই আছে বড় বড় বোল॥

(৪)

ভাবনা সে তো ফাঁকির বোঝা ;
মিথ্যে কেন মরিস ভেবে—।
খুসীর স্রোতে চল্‌রে ভেসে,
মন পবনের নায় চেপে।
কালো মেঘে আকাশ ঢাকি,
যদি আসে কাল বৈশাখী।
প্রলয় যদি করেই সুরু—
সে কি তোরে রেহাই দেবে।
হবার যাহা হবেরে ভাই—
কালের সাথে যায় না বোঝা,
তার কাছে যে সবাই সমান
ভেদ নাইরে রাজা প্রজা।
তাই তো বলি বসে বসে,
কি হবে আর হিসেব কষে।
ভুল যদি হয় হিসাবে তোর,
তার কড়ি সে বুঝেই নেবে॥

(৫)

গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে।
না—না—না ; রবে না গোপনে॥
বিভল হাসিতে বাজিল বাঁশিতে,
ক্ষুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে।
না না না, রবে না গোপনে॥
মধুপ গুঞ্জরিল
মধুর বেদনায় আলোকপিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয় শতদল করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে
না না না, রবে না গোপনে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৬)

না ব'লে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তার রই, তবুও বাথা যে রয় পরাণে॥
যে পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়, চলে যায় কোন্ উজানে
এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে থ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতি
বাধা মানে॥

—রবীন্দ্রনাথ

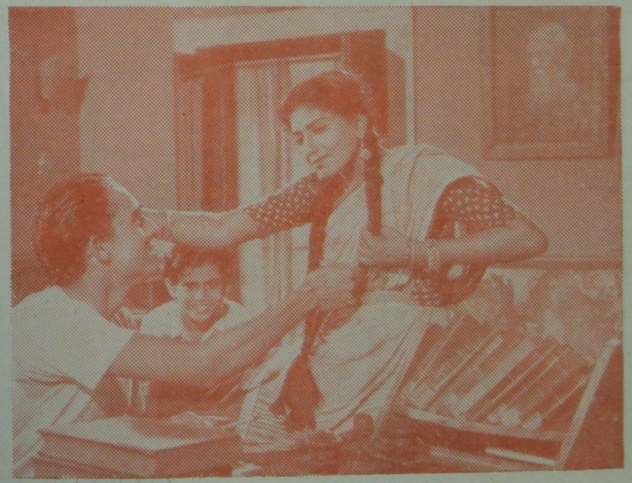

বাদল পিকচার্সের

পরবর্ত্তী

আকর্ষণ

?

জি, আর, পিকচার্স

কলিকাতা-১৪

জি, আর, পিকচার্সের প্রচার সচীব ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও জুবিলী প্রেস, ১৫৭।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩, কর্ত্তৃক মুদ্রিত